



৬৮-সূরা আল্ কালাম

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫৩ আয়াত এবং ২ রুকু আছে

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। দোয়াত ও কলমের এবং উহার কসম যাহা তাহারা লিখে;

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ②

৩। তুমি তোমার প্রতিপালকের নেয়ামতের দক্কন উন্মাদ নহ।

مَا أَنْتَ بِنَعِيمٍ رَبِّكَ يَبْجُتُونَ ③

৪। এবং নিশ্চয় তোমার জন্য অশেষ পুরস্কার নির্ধারিত আছে।

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَنُتُونَ ④

৫। এবং নিশ্চয় তুমি অতীব মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ⑤

৬। অতএব তুমি অচিরেই দেখিবে এবং তাহারাও দেখিবে,

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ⑥

৭। তোমাদের মধ্যে কে যে বিকারগ্রস্ত।

بِأَيُّكُمْ الْمَفْتُونُ ⑦

৮। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাহাকেও সমধিক জানেন যে তাহার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া গিয়াছে, এবং তিনি হেদায়াত প্রাপ্তগণকেও সমধিক জানেন।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ⑧

৯। অতএব তুমি মিথ্যা আরোপকারীদের আনুগত্য করিও না।

لَا تَطِيعُ الْكَاذِبِينَ ⑨

১০। বস্তুতঃ তাহারা চাহে, যদি তুমি নমনীয় হও তাহা হইলে তাহারাও নমনীয় হইবে।

وَذُو الْأَرْئَامِ مِنْهُمْ يَخِفُّونَ ⑩

১১। এবং তুমি আনুগত্য করিও না—পরম লাজিত অধিক কসমকারীর,

وَلَا تَطِيعُ كُلَّ حَلَائِفٍ مِّمَّنْ ⑪

১২। পশ্চাতে পরম নিন্দকারীর, ভীষণ কুৎসা রটনাকারীর,

هَٰذَا زَمَنًا وَمِنْ آيَاتِ الْيَوْمِ ⑫

১৩। নেক কাজে অধিক বাধ্যদানকারীর, সীমাতিক্রমকারীর, পাপাচারীর,

مَنَاجِعَ لِلْخَيْرِ مُغْتَدٍ أَشْيَمِ ⑬

১৪। রূঢ় স্বভাব বিশিষ্ট, সেই সঙ্গে তাহার জন্ম বিষয় সম্বেদজনক,

عُتِنَ بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيمٌ ۝

১৫। একমাত্র এইজন্য যে, সে ধন-সম্পদ এবং সম্মান-সম্বন্ধিত্বের অধিকারী,

أَنَّ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَيْنَ ۝

১৬। যখন তাহার নিকট আমাদের আয়াতসমূহ আরতি করা হয়, তখন সে বলে, 'এইগুলি তো পূর্ববর্তীদের কিছা কাহিনী।'

إِذَا نُظِرَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

১৭। অচিরেই আমরা তাহার দীর্ঘ নাসিকার উপর দাগ দিব।

سَنَسِفُهُ عَلَى الْغُرُوطِ ۝

১৮। নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিব যেভাবে উদ্যানের অধিকারকারীদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, যখন তাহারা কসম খাইয়াছিল যে, অবশ্যই তাহারা প্রত্যয়ে উহার সব ফল পাড়িয়া আনিবে।

إِنَّا بَلَّوْنَهُمْ كَمَا بَلَّوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۝

১৯। এমন কি তাহারা আল্লাহর নাম স্মরণ নাই ('ইন্শাআল্লাহ'—যদি আল্লাহ চাহেন বলে নাই)।

وَلَا يَسْتَنْتُونَ ۝

২০। ফলে তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে এক ঘণি বায়ুর আঘাত উহার উপর দিয়া বহিয়া গেল এমন অবস্থায় যখন তাহারা নিদ্রিত ছিল।

فَنَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ۝

২১। অতঃপর প্রভাতে উহা কর্তৃত্ব বাগানের ন্যায় হইয়া গেল।

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ۝

২২। সূতরাং তাহারা একে অপরকে প্রভাতে ডাকিয়া বলিল—

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ۝

২৩। 'তোমরা প্রত্যয়ে নিজেদের ক্ষেত্রে গমন কর যদি তোমাদের ফল পাড়ার ইচ্ছা থাকে।'

إِنِ اعْزَدْنَا عَلَى حَرْبٍ لَّنَمُوتَ إِنِ كُنْتُمْ صَاحِبِينَ ۝

২৪। অতঃপর তাহারা চলিল এবং তাহারা চুপি চুপি কথা বলিতে লাগিল—

فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَخِرُّونَ ۝

২৫। 'আজ যেন তোমাদের নিকট ইহাতে কোন দরিদ্র আদৌ প্রবেশ না করিতে পারে।'

أَن لَّا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ فَاكِتَنَ ۝

২৬। এইরূপে তাহারা প্রত্যয়ে কুপনতার সংকল্প করিয়া অগ্রসর হইল,

وَعَدَدَا عَلَى حَرْجٍ فَبَايَعِينَ ۝

২৭। কিন্তু যখন তাহারা উহা দেখিল তখন তাহারা বলিল, 'আমরা নিশ্চয় পথ ভুলিয়া গিয়াছি !

فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لَأَنَّا لَا مَفَاتٍ ۝

২৮। বরং প্রকৃত পক্ষে আমরা (আমাদের ফল হইতে) সম্পূর্ণ বঞ্চিত।'

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ৩

২৯। তাহাদের সর্বোত্তম লোকটি বলিল, 'আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই, কেন তোমরা (আল্লাহর) তসবীহ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করিতেছ না?'

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ৪

৩০। তাহারা বলিল, 'আমাদের প্রতিপালক সকল প্রকার ক্রুটি হইতে পবিত্র! নিশ্চয় আমরাই যালেম ছিলাম।'

قَالُوا بُعِثْنَ رُسُلًا إِلَىٰكَ فَظَلِمْنَا ৫

৩১। অতঃপর তাহারা পরস্পরকে তিরস্কার করিয়া একে অপরের প্রতি মনোনিবেশ করিল।

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلََاُمُونَ ৬

৩২। তাহারা বলিল, 'পরিতাপ আমাদের জন্য! নিশ্চয় আমরাই বিপ্রোহী ছিলাম,

قَالُوا وَيَوْلَاكَ إِنَّا كَذَّابُونَ ৭

৩৩। (যদি আমরা তওবা করি তাহা হইলে) অচিরেই আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে ইহা পরিবর্তে ইহা হইতে উৎকৃষ্টতর দান করিবেন; নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের সমীপে সবিনয়ে অবনত হইতেছি।'

هَٰؤُلَاءِ رُسُلُنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا ৮

لُغُوبُونَ ৯

[৩৪] ৩৪। এইভাবেই আযাব নাযিল হয়। এবং নিশ্চয় পরকালের আযাব গুরুতর। হয় যদি তাহারা জানিত!

كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كُنَّا ১০

بِشَيْءٍ يَعْلَمُونَ ১১

৩৫। নিশ্চয় মৃত্যুকীর্ণের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের সম্মিথানে নেয়ামতে ভরপুর বাগানসমূহ রহিয়াছে।

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّوْمِ ১২

৩৬। তবে কি আমরা আত্মসমর্পণকারীদিগকে অপরাধীদের ন্যায় করিয়া দিব?

أَفَتَجْعَلُ الْسَّالِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ১৩

৩৭। তোমাদের কি হইয়াছে? তোমরা কিভাবে বিচার করিতেছ?

مَا لَكُمْ تَسْتَكْفِرُونَ ১৪

৩৮। তোমাদের নিকট কি এমন কোন কিতাব আছে যাহাতে তোমরা এই কথা পাঠ করিতেছ

أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ১৫

৩৯। যে, তোমরা যাহা চাহিবে অবশ্যই তাহা তোমরা উহাতে পাইবে?

إِنْ لَكُمْ رِيشٌ لَّمَّا نَحْنُ بِمُؤْمِنُونَ ১৬

৪০। অথবা তোমাদের জন্য কি আমাদের দায়িত্বে এমন কোন বাধ্যবাধকতামূলক চুক্তি আছে যাহা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং তোমরা যাহা কিছু আদেশ করিবে তাহাই তোমরা পাইবে?

أَمْ لَكُمْ آيَاتٌ عَلَيْنَا بِالْعَمَلِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ১৭

لَكُمْ لَمَّا نَحْنُ بِمُؤْمِنُونَ ১৮

৪১। তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, তাহাদের মধ্যে কে এই কথার জন্য জিম্মাদার।

سَلِّمُوا لَهُمْ بِذَلِكَ رَعِيْمُهُ

৪২। অথবা তাহাদের জন্য কি শরীক (কল্পিত মা'বদ) আছে? তাহা হইলে তাহারা তাহাদের শরীকগুলিকে উপস্থিত করুক, যদি তাহারা সত্যবাদী হয়।

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ

৪৩। সেদিন চরম সংকট ঘনাইয়া আসিবে, এবং তাহাদিগকে সেজদার জন্য আহ্বান করা হইবে, কিন্তু তাহারা (সেজদা করিতে) সমর্থ হইবে না;

يَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَجِيبُونَ

৪৪। তাহাদের চক্ষুগুলি (লজ্জায়) অবনত হইবে, এবং লাক্ষ্যনা তাহাদিগকে আশ্রয় করিবে, অথচ তাহাদিগকে (ইতিপূর্বে) সেজদার জন্য আহ্বান করা হইত যখন তাহারা নিরাপদ ও সুস্থ ছিল।

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُفُهُمْ ذُلٌّ مَوْجَدٌ كَانُوا يَدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ

৪৫। অতএব (উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য) তুমি আমাকে এবং তাহাদিগকে, যাহারা (আমার) এই বাণীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, ছাড়িয়া দাও; আমরা অচিরেই তাহাদিগকে ধ্বংসের দিকে এমন স্থান হইতে ধাপে ধাপে টানিয়া আনিব যাহা তাহারা জানিতেও পারিবে না।

فَذَرْنِي وَمَنْ يَكْدِبْ بِهَذَا الْمَذْمُومِ سَنَسُدُّ رِجْمُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَطْمَئِنُونَ

৪৬। এবং আমি তাহাদিগকে দীর্ঘ অবকাশ দিব; নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যধিক দৃঢ়, নিশ্চিত।

وَأُولَئِكَ لَهُمْ أَنْ كِيدِي مَتِينٌ

৪৭। তুমি কি তাহাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহিতেছ যাহার ফলে তাহারা দণ্ড-ভারে ভারাক্রান্ত?

أَمْ سَأَلْتَهُمْ أَجْرًا لَهُمْ مِنْ مَحْرَمٍ فَتُفْلَقُونَ

৪৮। অথবা তাহাদের নিকট অদৃশ্যের কোন জ্ঞান আছে কি যে তাহারা উহা লিখিতেছে?

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ

৪৯। সূতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের আদেশের উপর ধৈর্য সহকারে প্রতিষ্ঠিত থাক এবং তুমি সেই মৎসা-সঙ্গীর (ইউনুসের) মত হইও না যখন সে বিষয় চিন্তে (স্বীয় প্রতিপালককে) ডাকিয়াছিল।

فَأَمْسِرْ بِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ لَصَاحِبِ الْهَوَىٰ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْشُومٌ

৫০। যদি তাহার নিকট তাহার প্রতিপালকের নেয়ামত না পৌছিত তাহা হইলে নিশ্চয় সে এক নির্জন মরু-প্রান্তরে নিষ্ক্রিষ্ট হইত এবং সে (লোকের দৃষ্টিতে) তিরস্কৃত হইত।

لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ

৫১। কিন্তু তাহার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করিলেন এবং তাকে সংকর্মশীল বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত করিলেন।

فَاَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَعَمَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

৫২। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা যখন এই উপদেশ-বাণী শ্রবণ করে তখন নিশ্চয় তাহারা (রোষভরা) দৃষ্টি দ্বারা পারিলে তোমাকে স্থানচ্যুত করিয়া ফেলিত এবং তাহারা বলে, 'এই ব্যক্তি তো নিশ্চয়ই পাসল।'

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَنْ يَسْمَعُوا دُكْرًا وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ۝

[১১]^২
৫৩। অথচ ইহা সকল বিশ্ববাসীর জন্য সম্মান-সূচক উপদেশ বাণী ব্যতিরেকে কিছু নহে।

۝ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝